Action Report

আমার "লেখার কাজ : শ্রমসময়ের অ(ন)ভিজ্ঞতা ও লেখকের কথা" - নামক গবেষণা নিবন্ধটিকে পরীক্ষা করার পর পরীক্ষক (External) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের "Faculty Council of Arts" -কে একটি চিঠি পাঠান। সেই চিঠিতে উনি গবেষণাপত্রের কয়েকটি বিষয়কে আরও খানিকটা বিস্তারিত ভাবে লিখতে বলেন এবং কয়েকটি প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে উনি কিছু "পাঠ্য" বা "তত্ত্ব"-এর প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন। ওনার বিচার এবং পরামর্শগুলিকে মাথায় রেখে আমি পুনরায় গবেষণা নিবন্ধের অনেকগুলি অংশে কিছু কিছু সংযোজন এবং পরিবর্তন করেছি। গবেষণা নিবন্ধের ঠিক কোন কোন অংশে, কোন ধরনের পরিবর্তন করেছি তা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১। প্রাথমিক ভাবে পরীক্ষকের মতে আমার গবেষণা নিবন্ধটির অনেকগুলি অংশে প্রুফ সংশোধনের এবং আরও সঠিক ভাবে পাদটীকা ও সূত্র নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা ছিল। আমি পুনরায় সম্পূর্ণ নিবন্ধটির প্রুফ সংশোধন এবং সূত্রগুলি যথাযথ ভাবে নির্দেশ করেছি। এক্ষেত্রে উনি যে অংশগুলিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন সেগুলিও সংশোধন করেছি।

২। গবেষণায় ব্যবহৃত 'Singularity' বা 'অনন্যতা'-র ধারণাটিকে পরীক্ষক আরও স্পষ্ট এবং নির্দিষ্টভাবে আলোচনা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই গবেষণা নিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'সাহিত্যিক' বা 'Literary' আলোচনার প্রসঙ্গে 'অনন্যতা'-র প্রসঙ্গটিকেও দার্শনিক ভাবে আলোচনা করেছি। একই সঙ্গে ভাষা, সাহিত্যিক ও অনন্যতা – এই তিনের সম্বন্ধকেও আমাদের গবেষণার সাপেক্ষে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি।

৩। পরীক্ষকের মতে ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে সম্ভবত জাক দেরিদা এবং ফার্দিনান্দ দ্য স্যসুর -এর তত্ত্ব আলোচনার পাশাপাশি হাইডেগার এবং কিছুটা ওয়ালটার বেঞ্জামিনের আলোচনা প্রয়োজনীয়। হাইডেগার বা বেঞ্জামিনের তর্ক বিষয়ে কিছু কথা উল্লেখ করলেও প্রথম অধ্যায়ে যেখানে জাক দেরিদার লিখনের দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছি সেই অংশেই উল্লেখ করলাম যে – আমাদের গবেষণায় ভাষা বিষয়ক কোন তর্কগুলি কেন প্রাধান্য পাচ্ছে। ভাষা নিয়ে বিভিন্ন দর্শনের ভিত্তিতে নানাবিধ আলোচনার সম্ভাবনার কথা আমি উল্লেখ করলেও - লিখনের বিশেষ একধরণের দার্শনিক প্রেক্ষাপট আমাদের গবেষণার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে । আমাদের নিবন্ধে 'ভাষার দর্শন'-ও সেই প্রেক্ষাপটের নিরিখেই আরও বেশী করে বিচার্য হয়ে উঠেছে। এই বিষয়টি নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আমি পুনরায় উল্লেখ করলাম।

৪। পরীক্ষক আরও লিখেছেন - 'মার্ক্স'-এর মূল্যতত্ত্ব বিষয়ে আমাদের গবেষণা নিবন্ধে আরও সুস্পষ্ট আলোচনা প্রয়োজন। ওনার সেই পরামর্শ কে মাথায় রেখে আমি গবেষণার বেশ কিছু অংশের পুনর্লিখন করেছি এবং বেশ কিছু অংশে সংযোজন ও পরিবর্তন এনেছি। প্রথম অধ্যায়ে মার্ক্সের 'মূল্যতত্ত্ব' আলোচনার প্রসঙ্গে, রুবিনের কয়েকটি অংশ পূর্বে আমরা "Marxist.org" থেকে উদ্ধার করে এনেছিলাম। পরবর্তীকালে তা সংশোধন করে আমরা যাবতীয় উদ্ধৃতি হয় রুবিনের মূল গ্রন্থ কিংবা "Capital"-এর মূল পাঠ্য কিংবা "Grundrisse" - থেকে প্রয়োজন মত উদ্ধার করে এনেছি। প্রথম অধ্যায়ের বেশ কিছুটা অংশজুড়ে আমরা

প্রাথমিক ভাবে মার্ক্সের মূল্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছি। প্রসঙ্গত গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক কিংবা স্বাতি ঘোষের লেখাগুলির উল্লেখ করেছি কেবলমাত্র প্রথম অধ্যায়ে। কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে বিশেষত স্পিভাক, স্বাতি ও তৃণা নিলীনা ব্যানার্জ্জীর লেখা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আবার 'মূল্যে'র আলোচনায় ফিরে এসেছি। এই প্রসঙ্গে আমি প্রথম অধ্যায় এবং গবেষণার নানা অংশে পুনরায় উল্লেখ করেছি - আমার গবেষণা মূল্যতত্ত্ব বিষয়ক নয়। আমার গবেষণা 'লেখার কাজ' বিষয়ক। সেই সূত্রে আমি যে ধরনের লেখা-পত্রের সম্মুখীন হয়েছি – মূলত তাদের মধ্যে থেকেই মূল্যের প্রসঙ্গটি নিবন্ধের মধ্যে উঠে এসেছে। সেইদিক থেকে বিচার করেই আমি লেখার কাজের প্রেক্ষিতে মূল্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছি। এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিবন্ধের পারস্পরিক অন্যান্য আলোচনাগুলির প্রাসঙ্গিকতাও একই মূল্যে বিচার করা উচিত। অর্থাৎ বাদবাকি আলোচনাগুলির সাপেক্ষে মূল্যতত্ত্বের একটি ব্যাখ্যা আমি তুলে ধরেছি। এছাড়াও পরীক্ষকের মতে জর্জিয় আগামবেন এবং আরও দু-একটি অংশে পাদটীকা এবং সূত্রের ক্ষেত্রে গ্রন্থ উল্লেখের অভাব ছিল । ঠিক সেই সেই অংশগুলিতে আমি পুনরায় যথাযথ সূত্র-উৎস প্রদান করেছি। মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে – বিগত কয়েক দশকের বাঙালি লেখকদের কেন সমপরিমাণ সময় নিয়ে আলোচনা করা হয়নি – সেই বিষয়েও একটি প্রশ্ন পরীক্ষক করেছিলেন। আমি নিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছি।

৫। আমাদের গবেষণা নিবন্ধে "Author" বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে রোলা বার্থ ও মিশেল ফুকোর দুটি পাঠ্য যথাক্রমে "Death of the Author" এবং "What is an Author" – লেখা দুটির কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা পরীক্ষক উল্লেখ করেছিলেন। আমি তৃতীয় অধ্যায়ে রোলা বার্থ আলোচনার অনুষঙ্গেই উপরোক্ত পরামর্শটিকে বাস্তবায়িত করেছি। একই সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় পরীক্ষক সৃজন ও মার্ক্সবাদী সাহিত্য আলোচনার বিতর্ক প্রসঙ্গে গবেষণার কোন নির্দিষ্ট অংশে না হলেও সার্বিকভাবে দস্তয়ভস্কি বিষয়ক গেয়র্গ লুকাচের বক্তব্য এবং হিটলার বিষয়ক জিল দ্যলুজের বক্তব্যকে পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে দ্যলুজ আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা উক্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। ইউরোপীয় মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস বা ক্রিটিক্যাল মার্ক্সবাদী ও অ-মার্ক্সবাদীদের মধ্যবর্তী তর্কের ইতিহাস বিষয়ে যে ধারণাগত খামতির কথা পরীক্ষক আমাদের মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, উক্ত অংশের আলোচনায় আমরা সেই বিষয়টিকে ধারণাগত ভাবে আলোচনা করেছি।

আমাদের গবেষণা নিবন্ধটির নিবিড় পাঠের মধ্যে দিয়ে পরীক্ষক যে সকল পরামর্শগুলি উদ্ধার করে এনেছিলেন সেগুলি গবেষণাটিকে পুনরায় আরও সমৃদ্ধ করুক এটাই তিনি কামনা করেছিলেন। আমি ওনার পরামর্শগুলিকে যথাসাধ্য গ্রহণের মধ্যে দিয়ে আমাদের গবেষণাটিকে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করলাম।